আমাদের সময় ডটকম

ডিসেম্বর ৩১, ২০১০, শুক্রবার : পৌষ ১৭, ১৪১৭ । আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

Archive| PhotoGallery

আজকের পাতাসমূহ

প্রথম পাতা
শেষ পাতা
অন্যান্য খবর
অন্য দেশের খবর
খেলার খবর
এক্সট্রা নিউজ
আনন্দ সময়
অর্থনীতির খবর

Today's Hit

ব্যবসা ও রাজনীতি একসঙ্গে চলতে পারে না
ব্যবসায়ীদের জন্য রাজনীতি একটি ড্রাগ: সবুর খান

আমিনুল ইসলাম:

ব্যবসা ও রাজনীতি একসঙ্গে চলতে পারে না। ফেয়ার বিজনেস করে রাজনীতি করা সম্ভব নয়। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে খুব নোংরা খেলা হয়। একমাত্র রাজনীতিকরাই বুঝতে পারে সেটা কত নোংরা। রাজনীতি ব্যবসায়ীদের জন্য ড্রাগ। একবার এতে প্রবেশ করলে এখান থেকে বেরিয়ে আসা দুষ্কর। জরুরি অবস্থা জারি না হলে নিজেও রাজনীতির এ নোংরা খেলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন না। তবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথভাবে কাজ করলে এদেশে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

গতকাল আমাদের সময়ের সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ সংলাপে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশিষ্ট আইটি ব্যবসায়ী ডেফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান সবুর খান এসব কথা বলেন। ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত থেকে সে অভিজ্ঞতাই হয়েছে তার। নেতা-কর্মীদের টাকা না দিলে নিজ নির্বাচনি এলাকায় জনসংযোগও করা যায় না। আবার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নানা মামলা দেয়া হয়। এসব থামাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। নির্বাচনে বিজয়ী হলে তা আবার পূরণ করার চেষ্টা করা হয়।

তিনি বলেন, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় ব্যবসা বাণিজ্যে মনযোগ না দিতে পারায় তার অনেক ক্ষতি হয়েছে। এমপি হব, মন্ত্রী হব এ ধরনের লাল-নীল সপ্নে সবসময় বিভোর থাকতাম। ব্যবসায়ী নেতা থাকার সময় অনেকের পরামর্শে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। পরবর্তীতে রাজনীতি সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে ফিরে এসেছেন তিনি। তবে সকলেই যে খারাপ তা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, কিছু মানুষ ভালো মানসিকতা নিয়ে রাজনীতিতে আসেন। কিন্তু তারা রাজনীতির গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দেয়ায় সফলতা পান না।

তিনি বলেন, সমাজে ২ ধরনের ব্যবসা রয়েছে। একটা খুবই প্রফেসনাল। আরেকটি কন্ট্রাক্ট বেইস। কন্ট্রাক্ট বেইস ব্যবসার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত। এর জন্য প্রতি মাসে কাউকে না কাউকে টোকেন মানি পাঠাতে হয়। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলে এ ধরনের ব্যবসা পাওয়া কঠিন।

তবে তিনি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে রাজনৈতিক উপসর্গ যোগ করলে তা ভালোভাবে চালানো যায় না। এছাড়া কর্মী নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা আনাও ঠিক নয়। এতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে ভিশন তা সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। বেসরকারি খাতকেও সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে। আমাদের দেশের আইটি খাতে যে শিক্ষা কারিকুলাম আছে তা বিশ্বমানের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে আইটি খাতে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। তবে বর্তমান সরকার, জনতা টাওয়ারে আইটি পার্ক স্থাপন, ন্যাশনাল আইডি কার্ড তৈরিসহ বেশ কিছু ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে আইটি খাত অনেক এগিয়ে যাবে। আজকের বিশ্বে ই-মেইল আইডি ছাড়া নিজের অস্তিত্বকে কল্পনাও করা যায় না। শফিকুল ইসলাম